তারিখ 9 JUL 2017
পৃষ্ঠা … কলাম …

প্রথম আলো

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

নিয়োগ-ভর্তির চাপ এড়াতে পারেন না উপাচার্য!

বিশেষ প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জ থেকে ফিরে

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ গোপালগঞ্জ শহরের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। নিয়মের তোয়াক্কা না করে নিয়োগ, নিজের নামে কোটা করে ছাত্র ভর্তি, বিনা দরপত্রে কেনাকাটা, ভুয়া ভাউচারে খরচ দেখানো থেকে শুরু করে নিজের বাসভবনে বিউটি পারলার খোলা পর্যন্ত নানা অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে।

গোপালগঞ্জ শহরের গোবরা এলাকায় ৫৫ একর জায়গার ওপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে। বর্তমানে সেখানে সাতটি অনুষদের ২৩ বিভাগ এবং দুটি ইনস্টিটিউটে শিক্ষাকার্যক্রম চলছে। চলতি ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে ২ হাজার ২০৭ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। সব মিলিয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬ হাজার ১ জন। শিক্ষক ১০৯ জন। কর্মকর্তা ৪৮ এবং কর্মচারী ১৫৯ জন। ছাত্র ও ছাত্রীদের দুটি করে চারটি আবাসিক হল। একাডেমিক ভবনের নামকরণ করা হয়েছে বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর নামে।

> “এটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়। অনেকের মন রক্ষা করে চলতে হয়। সবকিছু হুবহু নিয়ম মেনে করা যায় না
>
> **খোন্দকার নাসির উদ্দিন, উপাচার্য**

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

নিয়োগ-ভর্তির চাপ এড়াতে

শেষ পৃষ্ঠার পর

এখানে দ্বিতীয় উপাচার্য হিসেবে ২০১৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন অধ্যাপক খোন্দকার নাসির উদ্দিন। এর আগে তিনি ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন।

উপাচার্যের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ নানা ধরনের। এর মধ্যে নিয়োগ-সংক্রান্ত অনিয়মের ঘটনা অনেক। বিশ্ববিদ্যালয়টি নতুন গড়ে উঠছে। ফলে এখানে শিক্ষক থেকে প্রহরী পর্যন্ত বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। *প্রথম আলোর* কাছে নিয়মবহির্ভূতভাবে নিয়োগ দেওয়ার কিছু কাগজপত্র এসেছে। তাতে দেখা যায়, গত ২০১৫ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এমএলএসএস পদে নিয়োগ দেওয়ার জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া হয়েছিল এসএসসি পাস। কিন্তু নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে অন্তত দুজন ছিল অষ্টম শ্রেণি পাস।

এ ছাড়া ২০১৬ সালে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও সেকশন অফিসার পদে এবং চলতি বছর সমাজবিজ্ঞান, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ফার্মেসি, গণিত, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং অর্থনীতি বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম করা হয়েছে। দেখা গেছে, নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছু কৌশল অবলম্বন করা হয়। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে প্রার্থীর যেসব যোগ্যতার শর্ত উল্লেখ করা হয়, পরে তা শিথিল করারও সুযোগ রাখা হয়। 'অধিকতর অভিজ্ঞতা', 'বিভাগীয় প্রার্থী' এমন কিছু সুবিধা দিয়ে মূল শর্তের বিষয় পাশ কাটিয়ে অনেককে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া উপাচার্য 'ভিসি কোটা' নামে বিশেষ কোটা চালু করে ছাত্র ভর্তি করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এসব নিয়োগ ও ভর্তি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীদের ভেতরে প্রবল অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে।

উপাচার্যের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগও রয়েছে। একটি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত একই বিজ্ঞাপনের বিল পরিশোধের জন্য দুবার চেক দেওয়া হয়েছে। সাজসরঞ্জাম কেনার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া টাকা তুলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক কর্মকর্তা। বিনা দরপত্রে কেনা হয়েছে প্রায় অর্ধকোটি টাকার কম্পিউটার সামগ্রী। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের অব্যবহৃত প্রায় দেড় কোটি টাকা বিভিন্ন ক্রয় ও নির্মাণে খরচ করা হয়েছে দরপত্র ছাড়াই। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রায় দুই কোটি টাকার বই, আসবাব কেনা ও তৈরি করা নিয়ে উঠেছে অনিয়মের অভিযোগ। উপাচার্য তাঁর বাসভবনে বিউটি পারলার খুলেছিলেন। তবে এখন সেটি বন্ধ।

এসব অভিযোগ সম্পর্কে গত ৮ জুন বৃহস্পতিবার উপাচার্য খোন্দকার নাসির উদ্দিন তাঁর কক্ষে *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলো ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আগের উপাচার্যের সময় একটি চক্র এখানে অনেক দুর্নীতি করেছে। তিনি সেই চক্র ভেঙে দিয়েছেন। তারা ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর নামে মিথ্যা অভিযোগ তুলছে।

নিয়োগ ও ছাত্র ভর্তির 'ভিসি কোটা' সম্পর্কে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়টি গোপালগঞ্জে এবং বঙ্গবন্ধুর নামে। স্থানীয় ব্যক্তিরা মনে করেন, বিশ্ববিদ্যালয়টিতে তাঁদের অধিকার রয়েছে। নিয়োগ-ভর্তির অনেক সুপারিশ এড়ানো যায় না। ছাত্র ভর্তির জন্য ভিসি কোটা করা হয়েছিল, পরে নাম বদলে 'বিশেষ কোটা' করা হয়েছে।

শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে উপাচার্য বলেন, নিয়োগের ক্ষেত্রে উপাচার্যের বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। অনেক সময় জরুরি ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ দিতে হয়। পরে তাঁদের নিয়মিত করা হয়। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়েও এই প্রক্রিয়া আছে। এগুলো অনিয়ম নয় বলে মনে করেন তিনি।

উপাচার্য আরও বলেন, প্রকল্পের অব্যবহৃত অর্থ ফেরত গেলে পরের বাজেটে টাকা পাওয়া কঠিন হয়ে যায়। সে কারণে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে তাদের মৌখিক সম্মতি নিয়েই ওই টাকা উন্নয়নের কাজে খরচ করা হয়েছে। যে কর্মকর্তা নিজ নামে টাকা তুলেছেন, উপাচার্য তাঁকে ডেকে আনেন। ওই কর্মকর্তা বলেন, কম্পিউটার কেনা বাবদ ওই প্রতিষ্ঠানটিকে প্রথমে 'অ্যাকাউন্টপেয়ি' চেক দেওয়া হয়েছিল। তাদের সেদিন নগদ অর্থের জরুরি প্রয়োজন ছিল। অনুরোধ করায় বিশেষ বিবেচনায় ওই চেকটি তিনি নিজ নামে ক্যাশ করে প্রতিষ্ঠানটিকে নগদ অর্থ পরিশোধ করেছেন।

উপাচার্য *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়। অনেকের মন রক্ষা করে চলতে হয়। সবকিছু হুবহু নিয়ম মেনে করা যায় না। কিছু ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছে। ভবিষ্যতে সবকিছু যেন নিয়ম মোতাবেক হয়, সেই চেষ্টা করছি।'